सत्यमेव जयते

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

উদ্বোধন - ২৮শে নভেম্বর ১৮৪৫

NAAC মূল্যায়িত A - গ্রেড প্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

কলেজ উইথ পোটেনসিয়াল ফর এক্সসেলেন্স

ডাকঘর- কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড- ৭৪১১০১
ফোন : (০৩৪৭২) ২৫২৮৬৩, ২৫২৮১০ ফ্যাক্স : ০৩৪৭২-২৫২৮১০
ই-মেল : info@krishnagargovtcollege.org
ওয়েবসাইট ঠিকানা : krishnagargovtcollege.org

তথ্যপুস্তিকা - ২০১১

নিজস্ব কক্ষে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ মাইকেল দাস

নব নির্মিয়মান ছাত্রী আবাসন

নতুন ছাত্রাবাস

পুরাতন ছাত্রাবাস

অধ্যক্ষ মহাশয়ের বাসগৃহ

পরীক্ষাগার - স্নাতকোত্তর প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ

পরীক্ষাগার - উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের ভিতর মহল

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

NAAC মূল্যায়িত এ-গ্রেড প্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(কলেজ উইথ পোটেনশিয়াল ফর এক্সসেলেন্স)

কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতি অনুসারে। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত মেকলের প্রস্তাবে জনশিক্ষার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষায় বেশি গুরুত্বের কথা বলা হয়েছিল। মেকলের ভাষায়– সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সর্বসাধারণের শিক্ষাদান আমাদের পক্ষে অসম্ভব এক কাজ। বরঞ্চ সর্বান্তঃকরণে আমরা এমন একটি বিশেষ শ্রেণি গড়ে তুলব যারা এ দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান ব্রিটিশরাজের প্রশাসন রূপায়ণে সহায়তা করবেন। এই বিশেষ শ্রেণিটি গাত্রবর্ণে ও রক্তে ভারতীয় হলেও রুচি মানসিকতা রীতিনীতি ও মননে হবেন সম্পূর্ণ ইংরেজ।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীশিক্ষার প্রয়োজনও বেশ অনুভূত হচ্ছিলো। ফলে ১৯৩২ সালে নারী ও পুরুষ সকলের জন্য এই কলেজে উচ্চশিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বর্তমানে নারী-পুরুষ, জাতি-বর্ণ-ধর্ম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে আরও বেশি পরিমাণ লোকের মধ্যে উন্নত মানের উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। মফসসল শহরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল বেষ্টিত এই কলেজ সমগ্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে তার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সর্বজনীন দায়িত্ববোধের সম্প্রসারণও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণনগর কলেজের শুভ উদ্বোধন ঘটে ১৮৪৫ সালের ২৮নভেম্বর। এখানকার হাতারপাড়ার এক ভাড়াবাড়িতে। তৎকালীন বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৬ সালের ১জানুয়ারি এই কলেজের অনুমোদন দেন। অব্যবহিত সময়ে নদীয়ার মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় ও মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী কলেজের শতাধিক বিঘা জমি দান করলে স্থানীয় শিক্ষাহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত বর্তমান প্রাসাদোপম ভবনে ভাড়াবাড়ি ছেড়ে স্থায়িভাবে কলেজ উঠে আসে ১৮৫৬ সালের ১জুন।

১৬৪ বৎসর পূর্বে যাত্রা শুরু করে এই মহাবিদ্যালয় অনেক সামাজিক উত্থান-পতন রাজনৈতিক বোঝাপড়া আন্তর্জাতিক সভ্যতার আদানপ্রদান ইত্যাদির সাক্ষী হয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করে চলেছে। রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিঞ্চিৎ দূরে শহরের এক প্রান্তে নগরজীবনের কোলাহল ও দূষণমুক্ত শান্ত পরিবেশে বিপুলায়তন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সারস্বত জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার এক আদর্শ প্রাঙ্গন। একদিকে একাধিক সুবিশাল খেলাধূলার মাঠ অন্যদিকে দুটি বিরাট ছাত্রবাস বহুবিচিত্র ছায়াসুনিবিড় বৃক্ষরাজি সম্মুখের মনোরম উদ্যান এবং পুরাতন ও নতুন ভবনগুলির গথিক ও আধুনিক স্থাপত্যে এই মহাবিদ্যায়তনের অনন্য বৈশিষ্ট্য চিরভাস্বর।

এই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন বিশিষ্ট শেক্সপিয়র বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মিঃ রকফোর্ট, স্যার রোপার লেথব্রিজ, রায়বাহাদুর জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী, সতীশচন্দ্র দে , আর. এন. গিলক্রিষ্ট প্রমুখ যশস্বী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

এখানকার খ্যাতিমান অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে বাবু রামতনু লাহিড়ী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, আবদুল হাই, ক্ষুদিরাম দাস, হরেন্দ্রচন্দ্র পাল প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার কীর্তিমান ও বিশ্রুত ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞানমনস্ক সমাজবিপ্লবী অক্ষয়কুমার দত্ত , সংস্কৃত-পালি-বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যবিশেষজ্ঞ সতীশ চন্দ্র আচার্য, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, চারণকবি ও সাংবাদিক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, ভূতত্ত্ববিদ ও টাটা লৌহ-ইস্পাত কারখানার রূপকার প্রমথনাথ বসু, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধকার জগদানন্দ রায়, দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, লোকায়ত দর্শনের প্রধান প্রবক্তা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিযুগের বীরবিপ্লবী হেমন্তকুমার সরকার, অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক–গবেষক সুধীর চক্রবর্তী, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়, বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রনায়ক অনিল বিশ্বাস, ওলিম্পিক ফুটবল খেলোয়াড় সুভাষ সর্বাধিকারী, এবং ২০১০ সালের মে মাসে এভারেস্ট জয়ী বসন্ত সিংহ রায় প্রমুখ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

১৯৯৯ সাল থেকে এই কলেজ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। ২০০২ সাল থেকে এখানে দর্শন ও ভূগোল, ২০০৮ সালে বাংলায় এবং ২০১০ সাল থেকে প্রাণিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শ্রেণির পঠনপাঠন চালু হয়েছে।

যে সকল শ্রেণির পঠন-পাঠন হয় ঃ

১) কলা সাম্মানিক (বি.এ. অনার্স) ঃ ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

২) বিজ্ঞান সাম্মানিক (বি. এসসি. অনার্স) ঃ পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থনীতি।

৩) কলা সাধারণ (বি. এ. - জেনারেল) ঃ ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি।

৪) বিজ্ঞান সাধারণ (বি. এসসি. জেনারেল - পিওর) ঃ পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, রাশিবিজ্ঞান।

৫) বিজ্ঞান সাধারণ (বি. এসসি. জেনারেল - বায়ো) ঃ প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, রসায়ন।

৬) স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ঃ দর্শন, বাংলা।

৭) স্নাতকোত্তর (এম.এসসি.) ঃ ভূগোল, প্রাণিবিজ্ঞান।

যে সকল বিষয় পড়ানো হয় ঃ

১) বি. এ. অনার্স শ্রেণির পঠনীয় ঃ

অনার্স বিষয়	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন দুটি নির্বাচন করতে হবে)
বাংলা	দর্শন অথবা অর্থনীতি ● ইংরেজি অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ● ইতিহাস
ইংরেজি	বাংলা ● দর্শন অথবা অর্থনীতি ● ইতিহাস
সংস্কৃত	বাংলা ● ইতিহাস ● দর্শন অথবা অর্থনীতি
দর্শন	বাংলা ● ইংরেজি অথবা সংস্কৃত অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ● ইতিহাস
ইতিহাস	বাংলা ● ইংরেজি অথবা সংস্কৃত অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ● অর্থনীতি অথবা দর্শন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	বাংলা ● ইংরেজি অথবা সংস্কৃত ● ইতিহাস ● অর্থনীতি অথবা দর্শন

২) বি. এ. জেনারেল শ্রেণির পঠনীয় ঃ উল্লিখিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন তিনটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে।

ক) ইংরেজি অথবা সংস্কৃত অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান খ) অর্থনীতি অথবা দর্শন, গ) বাংলা ঘ) ইতিহাস

৩) বি. এসসি. অনার্স শ্রেণির পঠনীয় ঃ

অনার্স বিষয়	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন দুটি নির্বাচন করতে হবে)
পদার্থবিজ্ঞান	গণিত ● রসায়ন অথবা রাশিবিজ্ঞান
রসায়ন	গণিত ● পদার্থবিজ্ঞান
গণিত	পদার্থবিজ্ঞান ● রসায়ন অথবা রাশিবিজ্ঞান
প্রাণিবিজ্ঞান	উদ্ভিদবিজ্ঞান ● রসায়ন অথবা শারীরবিজ্ঞান
উদ্ভিদবিজ্ঞান	প্রাণিবিজ্ঞান ● রসায়ন অথবা শারীরবিজ্ঞান
শারীরবিজ্ঞান	প্রাণিবিজ্ঞান ● রসায়ন অথবা উদ্ভিদবিজ্ঞান
ভূগোল	গণিত ● রাশিবিজ্ঞান ● রাষ্ট্রবিজ্ঞান ● অর্থনীতি
অর্থনীতি	গণিত (অবশ্য) ● রাশিবিজ্ঞান অথবা ইংরেজি ● সংস্কৃত অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান

৪) বি. এসসি. জেনারেল শ্রেণির পঠনীয় ঃ উল্লিখিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটি গুচ্ছ নির্বাচন করতে হবে।

ক) গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বা রাশিবিজ্ঞান (পিওর)। খ) প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান বা রসায়ন (বায়ো)

স্নাতক পাঠক্রম সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বিধিনিষেধ ঃ

১। স্নাতক শ্রেণির জন্য পাঠ্য বিষয়গুলির নির্বাচন উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে গৃহীত বিষয় অনুসারে হওয়া সমীচীন। বর্তমান নিয়মানুসারে যে বিষয়গুচ্ছ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে নির্বাচন করতে হবে।

২। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত অনার্স বা পাশ বিষয় হিসাবে নিতে হলে পূর্ববর্তী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সেই বিষয়ে পাশ করা আবশ্যিক।

৩। উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান অনার্স বা পাশ বিষয় হিসাবে নিতে হলে পূর্ববর্তী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে পাশ করা আবশ্যিক।

৪। শারীরবিজ্ঞান অনার্স বা পাশ বিষয় হিসাবে নিতে হলে পূর্ববর্তী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান বা নৃতত্ত্ব বা গণিতে পাশ করা আবশ্যিক।

৫। অর্থনীতিতে অনার্স নিতে হলে পূর্ববর্তী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিতে অথবা বাণিজ্যিক গণিতে পাশ করা আবশ্যিক।

৬। ভূগোলে অনার্স নিতে হলে পূর্ববর্তী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভূগোলে পাশ করা আবশ্যিক।

৭। পূর্ববর্তী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিতে উত্তীর্ণ না হলে বিশুদ্ধ বি.এসসি. শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া যাবে না। সংসদের পরীক্ষায় রসায়নে উত্তীর্ণ না হলে বায়োসায়েন্সের অনার্সে ভর্তি হওয়া যাবে না।

৮। যে সকল ছাত্রছাত্রী ভিন্ন পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে ভর্তি হতে চায় তাদের পূর্বোক্ত পরীক্ষায় ইংরেজিতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। ঐ পরীক্ষায় ইংরেজিতে একটি পত্র থাকলে তার মোট নম্বরের পরিমাণ ১০০ হওয়া দরকার। যোগ্য বিবেচিত হলে ভর্তির সময় মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট থাকা আবশ্যিক।

৯। প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান অনার্স বা জেনারেল এবং ভূগোলে অনার্স বিষয় হিসাবে নিতে হলে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যোগ দেওয়া আবশ্যিক। শিক্ষামূলক ভ্রমণের সমস্ত ব্যয় ছাত্রছাত্রীকে বহন করতে হবে।

১০। স্নাতক স্তরের পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় আবশ্যিক ভাষা হিসাবে ইংরেজি এবং বাংলা/Alternative English এবং পরিবেশ বিজ্ঞান অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসাবে নির্ধারিত।

২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে আসন সংখ্যা ঃ

কলা সাম্মানিক (বি.এ.অনার্স)

বাংলা	ইংরেজি	সংস্কৃত	ইতিহাস	দর্শন	রাষ্ট্রবিজ্ঞান
৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৫০

বিজ্ঞান সাম্মানিক (বি.এসসি. অনার্স)

গণিত	অর্থনীতি	ভূগোল	পদার্থবিজ্ঞান	রসায়ন	প্রাণিবিজ্ঞান	উদ্ভিদবিজ্ঞান	শারীরবিজ্ঞান
৫৪	৫০	৪২	৩০	৩০	৩০	৩০	২৫

বি.এ ও বি.এসসি জেনারেল কোর্স

কলা	বিজ্ঞান (পিওর)	বিজ্ঞান (বায়ো)
১০০	২৫	২৫

এম. এ / এম.এসসি

দর্শন	বাংলা	ভূগোল	প্রাণিবিজ্ঞান
৬০	৬০	২৫	২০

প্রথম বর্ষ সাম্মানিক বিষয়ে ভর্তির ন্যূনতম মাপকাঠি

বিষয়	প্রাপ্ত মোট নম্বর	সংশ্লিষ্ট বিষয়
কলা ও বিজ্ঞানের সকল বিষয়	৪৫%	৫৫% সাধারণের জন্য এবং ৫০% তফশিলি সম্প্রদায় ও তফশিলি আদিবাসীর ক্ষেত্রে

অথবা

কলা ও বিজ্ঞানের সকল বিষয়	৫০%	৪৫% সাধারণের জন্য এবং ৪০% তফশিলি সম্প্রদায় ও তফশিলি আদিবাসীর ক্ষেত্রে

প্রথম বর্ষ জেনারেল বিষয়ে ভর্তির ন্যূনতম মাপকাঠি

কলা বিভাগ	সাধারণ	সর্বোচ্চ পাঁচটি বিষয়ে নম্বরের ৪০%	তফশিলি সম্প্রদায় ও তফশিলি আদিবাসীর ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিকেপাশ করলেই চলবে।
বিজ্ঞান বিভাগ	সাধারণ	সর্বোচ্চ পাঁচটি বিষয়ে নম্বরের ৪৫%	

তফশিলি সম্প্রদায় / তফশিলি আদিবাসী / প্রতিবন্ধী ও পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ব্যতীত সমপর্যায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী নিম্নলিখিত হারে আসন সংরক্ষণ থাকবে ঃ

তফশিলি সম্প্রদায়	২২%	তফশিলি আদিবাসী	০৬%
প্রতিবন্ধী	০৩%	অন্যান্য বোর্ড	১০%

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে খেলাধূলায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে।

ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ

১। শিক্ষাবর্ষ ঃ জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত।

২। এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে। ভর্তির ফর্ম মহাবিদ্যালয়ের কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে হবে অথবা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। যে কোন ফর্ম ঘোষিত সময়ের মধ্যে কার্যালয়ে জমা দিতে হবে এবং ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত ফর্ম জমা দেওয়ার সময় নির্ধারিত ফি দিতে হবে।

৩। সর্বোচ্চ পাঁচটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হয় (পরিবেশবিজ্ঞানের প্রাপ্ত নম্বর বাদ দিয়ে)। কলেজের নোটিশ বোর্ডে এবং ওয়েবসাইটে এই তালিকা দেখা যাবে।

৪। প্রতি ক্লাসের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তির জন্য কঠোরভাবে মনোনীত করা হয়।

৫। স্নাতক স্তরে সাম্মানিক ও সাধারণ পাঠক্রমে ভর্তি কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে করা হবে। প্রথম কাউন্সেলিংয়ের পরে বিভিন্ন বিষয়ে আসন শূন্য থাকলে মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে পরবর্তী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে হবে।

৬। আবেদনকারীকে ভর্তির দিন অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। কাউন্সেলিংয়ের দিনই ভর্তি হতে হবে ও ভর্তির জন্য দেয় বেতনাদি জমা দিতে হবে।

৭। **ভোকেশনাল স্ট্রিমে উচ্চ মাধ্যমিক (10+2) পাশ ছাত্রছাত্রী অনার্স পাঠক্রমে ভর্তি হতে পারবে না।** ভোকেশনাল স্ট্রিম বা বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের পি-বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কেবলমাত্র জেনারেল কোর্সে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে।

৮। উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষায় বর্তমান বৎসরের পূর্বে উত্তীর্ণ হলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে বৎসর পিছু ২% নম্বর বাদ যাবে।

৯। ২০১১ সালে বি. এ. / বি. এসসি. প্রথমবর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে ২০০৯ সালের পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা গণ্য হবে না।

১০। অন্য কোথাও ভর্তি হয়ে থাকলে এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের সাময়িকভাবে (Provisionally) ভর্তি করে নেওয়া হবে। এরপর সাত দিনের মধ্যে পূর্বতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট অথবা অ্যাডমিশন ক্যানসেলেশন সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। অন্যথায় সেই ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।

১১। বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত সময়ের মধ্যে ট্রান্সফার নিয়ে এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের পূর্বতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি বাতিল করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ের ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রেজিস্ট্রেশনের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

১২। ভর্তির আবেদনপত্রের তথ্য গোপন করলে বা ভুল তথ্য দিলে যে কোনো সময় যে কোনো আবেদনপত্র বা ভর্তি বাতিল করবার অধিকার কলেজ কর্তপক্ষের থাকবে। ভর্তির বিষয়ে কলেজ কর্তপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

লেনদেন ঃ

প্রথম ভর্তির সময় দেয় বেতনাদি নিম্নপ্রকার ঃ

(সরকারি নির্দেশে বিভিন্ন খাতে দেয় এই অর্থের পরিমাণ সময় বিশেষে পরিবর্তিত হতে পারে)

Head of fees	B.A.(Gen.) Rs.	B.A. (Hons.) Rs.	B.Sc.(Gen.) Rs.	B.Sc. (Hons.) Rs.
Tution fees (Govt.)	50	75	85	110
Admission fees	50	75	85	110
Examination Charge	01	01	01	01
Laboratory Deposit	-	-	15	25
Library Deposit	05	05	05	05
(Non Govt.)				
Session Charge	100	100	100	100
University Sports fees & Center fees	50	50	50	50
Registration fees	75	75	75	75
Cost of Reg. Form	5	5	5	5
Development fees	50	50	50	50
Miscellaneous fees	20	20	20	20
Students Health Home	5	5	5	5
জুন মাসে ভর্তি হলে	410	480	495	555
জুলাই মাসে ভর্তি হলে	460	535	580	665
আগস্ট মাসে ভর্তি হলে	510	610	665	775

ফি জমার নিয়মবিধি ঃ

১। যাবতীয় ফি মহাবিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দিতে হবে।

২। বিজ্ঞাপিত তারিখ ও সময় অনুসারে ফি গ্রহণ করা হয়।

৩। চলতি মাসে বেতন দিতে না পারলে ছাত্রছাত্রীরা পরের মাসে ঐ বেতন দিতে পারবে। পরপর দুমাস বেতন না দিলে নাম কাটা যাবে। এই সকল ক্ষেত্রে পুনরায় ভর্তি হবার সময় অন্যান্য দেয় মাসুলের সঙ্গে অতিরিক্ত দুটাকা ভর্তির ফি দিতে হবে।

স্নাতক স্তরের নম্বরভিত্তিক পাঠ্যসূচি ঃ

বি. এ. অথবা বি. এসসি. জেনারেল (পাঠক্রম ঃ তিন বছর)

বিষয়	পার্ট - ১	পার্ট - ২	পার্ট - ৩	মোট নম্বর
প্রথম ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	১০০	৪০০
দ্বিতীয় ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	১০০	৪০০
তৃতীয় ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	১০০	৪০০
আবশ্যিক বাংলা / Alternative English.	৫০	—	—	৫০
আবশ্যিক ইংরেজি	৫০	—	—	৫০
পরিবেশ বিজ্ঞান	১০০	—	—	১০০
মোট নম্বর	৫০০	৬০০	৩০০	১৪০০

খ) বি. এ. অথবা বি. এসসি. অনার্স (পাঠক্রম ঃ তিন বছর)

বিষয়	পার্ট - ১	পার্ট - ২	পার্ট - ৩	মোট নম্বর
অনার্সের বিষয়	২০০	২০০	৪০০	৮০০
প্রথম ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	—	৩০০
দ্বিতীয় ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	—	৩০০
আবশ্যিক বাংলা / Alternative English.	৫০	—	—	৫০
আবশ্যিক ইংরেজি	৫০	—	—	৫০
পরিবেশ বিজ্ঞান	১০০	—	—	১০০
মোট নম্বর	৬০০	৬০০	৪০০	১৬০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ২০০৯ সাল থেকে প্রতি বৎসর প্রতি সাম্মানিক বিষয়ে তিনটি ইউনিট টেস্ট দিতে হচ্ছে। ইউনিট টেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে কলেজ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর নির্ধারণ করা হবে। বাকি ৮৫ শতাংশ নম্বরের জন্য যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হবে।

স্নাতকোত্তর স্তরের নম্বরভিত্তিক পাঠ্যসূচি ঃ

এম.এ অথবা এম.এসসি (পাঠক্রম ঃ দু'বছর – চারটি সেমিস্টার)

এম. এ.	২০০	২০০	২০০	২০০	৮০০
এম. এসসি.	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	১২০০

সাধারণ জ্ঞাতব্য ঃ

বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগ

১। যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগে (স্টুডেন্টস্ সেকসন) যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

২। ছাত্রছাত্রীদের যে সকল দরখাস্ত অধ্যক্ষ মারফত অন্যত্র প্রেরণ করতে হবে সেগুলির প্রতিটির দুটি করে প্রতিলিপি বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগে (স্টুডেন্টস্ সেকসন) জমা দিতে হবে। ঐ দরখাস্ত যথাস্থানে প্রেরণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত তিনদিন পূর্বে জমা দিতে হবে।

৩। অধ্যক্ষের প্রয়োজনীয় স্বাক্ষরের জন্য ছাত্রছাত্রীদের দরখাস্ত, ফর্ম বা অন্যান্য কাগজপত্র বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগে জমা দিতে হবে।

ভর্তি ও পঠনপাঠন ঃ

১। ভর্তির সময় পূর্বতন পরীক্ষার মার্কশিটের একটি প্রত্যয়িত প্রতিলিপি (অ্যাটেস্টেড কপি) অবশ্যই জমা দিতে হবে এবং নামের বানান মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিটের সঙ্গে একই হতে হবে।

২। পাঠ্য বিষয় পরিবর্তনের জন্য (অর্থাৎ একটি জেনারেল বিষয় থেকে অন্য জেনারেল বিষয়ে) বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। 'রেজিস্ট্রেশন ফর্ম' পূরণ হয়ে যাবার পর কোনো বিষয় পরিবর্তন বিবেচনা করা হবে না।

৩। অনার্সের কোনো ছাত্রছাত্রী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনিবার্য কারণে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলে মহাবিদ্যালয় অনুমোদিত বিষয়গুলি নিয়ে জেনারেল কোর্সে পড়বার জন্য আবেদন জানাতে পারে।

৪। প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিক শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশগ্রহণ করতে হবে। ভূগোল অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের দুটি আবশ্যিক ক্ষেত্রসমীক্ষায় (ফিল্ড সার্ভে) অংশগ্রহণ করতে হবে। নির্বাচিত স্থানে যাতায়াত, ভ্রমণ ও ক্ষেত্রসমীক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকের সম্মতিপত্র অগ্রিম জমা দিতে হবে এবং ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীকেই বহন করতে হবে।

৫। এম.এ ও এম.এসসি. ক্লাসে ভর্তির জন্য জ্ঞাতব্য তথ্য মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে জানানো হয়।

নিয়মশৃঙ্খলা ঃ

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশের কালসীমা অবধি শিক্ষার্থীদের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হিসাবে গণ্য করা হবে।

২। বিভিন্ন সময় মহাবিদ্যালয়ের ঘোষিত নিয়ম ও নির্দেশাবলি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে মেনে চলতে হবে।

৩। ছাত্রছাত্রীদের মহাবিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র (আইডেনটিটি কার্ড) সংগ্রহ করা এবং মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা একান্ত আবশ্যক।

৪। মহাবিদ্যালয়ের বারান্দা, শ্রেণিকক্ষ ও পরীক্ষা হলের নিকট ঘোরাঘুরি ও গল্পগুজব করা নিষিদ্ধ।

৫। শারীরশিক্ষণ বিভাগের সংগঠিত সকল খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় সকলের যোগদান বাঞ্ছনীয়।

৬। সন্তোষজনক কারণ ব্যতিরেকে টিউটোরিয়াল ক্লাসে উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

৭। মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কোন ছাত্রছাত্রীর অনুপস্থিতি শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে। যারা এক বা একাধিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হবে সেই পরীক্ষা শেষ হবার পূর্বেই তাদের অধ্যক্ষের নিকট অনুপস্থিতির কারণের প্রমাণসহ অভিভাবকের প্রতিস্বাক্ষর (কাউন্টারসাইনড্) সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করতে হবে।

৮। মহাবিদ্যালয়ে অবিভাবক - শিক্ষক সংসদ আছে। এই সংসদের আহূত সভায় অভিভাবকের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

৯। ছাত্রছাত্রী- অভিভাবকদের বিভিন্ন অভিযোগ বিচার-বিবেচনা ও প্রতিকারের জন্য রয়েছে Grievance Redressal Cell

১০। কলেজে র‍্যাগিং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। র‍্যাগিংএ কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে আইন অনুযায়ী তার বিচার ও সাজা হবে। প্রসঙ্গত ভর্তির সময় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবককে এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত অঙ্গীকার পত্র জমা দিতে হবে।

১১। **বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবিষয়ে শতকরা ৭৫ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতি প্রয়োজন। প্রতি বিষয়ে অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ ক্লাস করলে নন-কলেজিয়েট ফি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া যায়। প্রতি বিষয়ে শতকরা ৬০ ভাগের কম ক্লাস করলে ডিসকলেজিয়েট হওয়ায় ঐ চূড়ান্ত পরীক্ষা দেওয়া যায় না। শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কারণ দেখালেও ক্লাসে যোগদান সম্পর্কে প্রচলিত নিয়ম শিথিল করা হয় না।**

গ্রন্থাগার ঃ

১। ছাত্রছাত্রীদের আইডেনটিটি কার্ড ও ভর্তির রসিদ দেখিয়ে গ্রন্থাগারের কার্ড করতে হবে।

২। ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগার কার্ড দেখিয়ে গ্রন্থাগার থেকে শিক্ষাবর্ষের সূচনা থেকে বই নিতে পারবে।

৩। আইডেনটিটি কার্ড অথবা রিডার'স টিকিট দেখিয়ে শুধু গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে বসে পড়বার জন্য বই নিতে পারবে।

৪। বাড়িতে বই নিয়ে গেলে তা গ্রহণের তারিখের ১৫দিনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় জরিমানা দিতে হবে। সেমিনার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সমস্ত বই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফর্ম পূরণের পূর্বে যথাস্থানে ফেরত দিতে হবে।

৫। গ্রন্থাগার কার্ড হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং শিক্ষাবর্ষের শেষে ঐ কার্ড ফেরত দিতে হবে।

৬। পাঠকক্ষের বই বা পত্রপত্রিকা সেইদিনই ফেরত দিতে হবে।

৭। পাঠকক্ষে নীরবতা অবশ্যই পালনীয়।

৮। গ্রন্থাগার থেকে বাড়িতে বই নিয়ে গেলে বই অক্ষত আছে কিনা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা করে নিতে হবে। কোন বই নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে ছাত্রছাত্রীকে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ছাত্রাবাস ঃ

১। ছাত্রাবাসে এককালীন এক বৎসরের জন্য ভর্তি করা হয়।

২। মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন দুটি ছাত্রাবাস আছে।

প্রথমটি পুরাতন হিন্দু ছাত্রাবাস	-	আসন সংখ্যা ৬০
অপরটি নতুন হিন্দু ছাত্রাবাস	-	আসন সংখ্যা ৪০

৩। ছাত্রাবাসের মাসিক ব্যয় ঃ

মেস চার্জ বাবদ (আনুমানিক)	-	৪০০ টাকা
এসটাব্লিশমেন্ট চার্জ	-	৩০ টাকা
আসন কর	-	২ টাকা
বিশ্রামাগার	-	৫ টাকা

৪। ছাত্রাবাসে প্রবেশের সময় ভর্তির ফি ৫০ টাকা, আসবাবপত্র বাবদ বৎসরে ৫০ টাকা এবং ছাত্রাবাসে মাসিক ব্যয় বাবদ ফেরতযোগ্য ৪০০ টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া জামানত বাবদ ১০০ টাকা জমা রাখতে হবে। ছাত্রাবাস ত্যাগ করার তিন বৎসরের মধ্যে ছাত্রাবাসের সুপারের নিকট দরখাস্ত করলে এই টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়।

৫। আসন কর ও অন্যান্য মাসিক খরচ জুন মাস থেকে দিতে হয়। ছাত্রাবাসে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসের সুপারের নিকট পৃথকভাবে দরখাস্ত দিতে হবে।

৬। দরখাস্তের সঙ্গে সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের একটি ছবি, সাধারণ স্বাস্থ্য ও সংক্রামক রোগব্যাধি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবরণ সম্বলিত চিকিৎসার প্রমাণপত্র, পূর্বতন পরীক্ষার মার্কশিটের একটি প্রত্যয়িত প্রতিলিপি, পূর্বতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের একটি শংসাপত্র এবং অঞ্চলপ্রধান, পুরপিতা কিংবা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অভিভাবকের ঠিকানা ও মাসিক আয়ের একটি প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।

৭। ভর্তির সময় ছাত্র ও অভিভাবকের উপস্থিতি আবশ্যক।

৮। বাৎসরিক ইউনিট টেস্ট শেষ হবার পর ছাত্রাবাসে থাকতে হলে অভিভাবকের সম্মতিজ্ঞাপক পত্র দাখিল করতে হবে।

৯। অন্যান্য বিষয় ছাত্রাবাসের সুপারের নিকট জ্ঞাতব্য।

খেলার মাঠ

কলেজে একাধিক সুবিশাল খেলার মাঠ রয়েছে।

বৃত্তি ও সাহায্য দান ঃ

- এই মহাবিদ্যালয় থেকে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের মাস এডুকেশন দপ্তর মারফত সরকারি অনুদান দেওয়া হয়।
- তফশিলি সম্প্রদায় ও তফশিলি আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জেলা শাসকের কার্যালয়ের সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে সরকারি অনুদান দেওয়া হয়।

১। বিভিন্ন দাতা, সংস্থা তাঁদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে মেধাবী, দরিদ্র, মেধাবী-দরিদ্র কিংবা সংখ্যালঘুভুক্ত গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের অর্ধশতাধিক বৃত্তি, সাহায্য ও পুরস্কার দেওয়া হয়।

২। মহাবিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি মোট ছাত্র সংখ্যার দশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ এবং আরও দশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের হাফ ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ দিয়ে থাকেন। পূর্বতন সংসদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা হাফ-ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পাবার যোগ্য।

৩। মহাবিদ্যালয়ের বৃত্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাকি পড়লে সেই সময়ের জন্য তাদের বৃত্তি ও সাহায্যদান বন্ধ থাকবে।

৪। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের ঘোষণা মোতাবেক বৃত্তি ও সাহায্য যথা সময়ে নিতে হবে। বিজ্ঞাপিত সময়সীমার পরে ছাত্রছাত্রী অথবা অভিভাবকের কোন আবেদন বা দাবি বিবেচনা করা যাবে না। মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে এ বিষয়ে পৃথক বিজ্ঞপ্তি বা পত্রের মাধ্যমে কাউকে জানানো সম্ভব নয়।

৫। বৃত্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে সন্তোষজনক কারণ দেখিয়ে অধ্যক্ষের নিকট তাদের ছুটির দরখাস্ত করতে হবে। নতুবা তাদের বৃত্তি ও সাহায্যদান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

অন্যান্য পরিষেবা

- কলেজে একটি কেরিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার রয়েছে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীকে উপযুক্ত পেশার জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেবার চেষ্টা করা হয়। তবে স্বাভাবিকভাবেই এই পরিষেবার ফলের নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।
- নির্ধারিত ক্লাস ছাড়াও পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'রিমেডিয়াল কোচিং' এর ব্যবস্থা আছে।
- **SC,ST,OBC** ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ 'এন্ট্রি ইন্ সার্ভিস' কোচিং এর ব্যবস্থা আছে।
- **এন.সি.সি ও এন.এস.এস**

  এই কলেজে কেবল ছাত্রীদের জন্য এনসিসি (National Cadet Corps) ইউনিট রয়েছে।

  এখানে জাতীয় সেবা প্রকল্প (National Service Scheme) -র দুটি ইউনিট রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এই ইউনিট দুটির মাধ্যমে বিভিন্ন সেবামূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে রয়েছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকেন্দ্র। এই কলেজে ভর্তির সুযোগ না পেলে অথবা অন্যান্য কারণে পঠন পাঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীরা এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই পাঠকেন্দ্রের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

কলেজ - প্রাক্তনী

বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এই কলেজের প্রাক্তনী। কলেজে একটি প্রাক্তনী সভা রয়েছে। এই সভা কলেজের সাংস্কৃতিক ও পাঠ কেন্দ্রিক পরিমন্ডলের উন্নয়নে সচেষ্ট।

বিজ্ঞপ্তি বিষয়ক ঃ

১। মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সেগুলি নিয়মিত লক্ষ্য রাখা ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যকর্তব্য।

২। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নম্বর ও ফলাফল নোটিশ বোর্ডে জানানো হয়।

৩। মহাবিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের বিভাগগুলির নোটিশ বোর্ডে সংশ্লিষ্ট বিভাগের যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	সভাপতি	-	শ্রী সঞ্জয় বনশল, আই.এ.এস, জেলা সমাহর্তা, নদীয়া।
২।	সম্পাদক	-	ড. মাইকেল দাস, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ।
৩।	এক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার	-	পি.ডব্লু (সি.বি) ডিটিসি (সিভিল), কৃষ্ণনগর।
৪।	সরকারি প্রতিনিধি	-	অধ্যাপক আকুলানন্দ বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিভাস বিশ্বাস।
৫।	কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি	-	অধ্যাপক অলোক কুমার ব্যানার্জী, উপাচার্য্য, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক দিলীপ ভট্টাচার্য্য।
৬।	শিক্ষক প্রতিনিধি	-	ক) ড. স্বরূপ বোস খ) শূন্য।
৭।	কর্মী প্রতিনিধি	-	শ্রী আশীষ দে।
৮।	ছাত্র প্রতিনিধি	-	শ্রী অরিন্দম মজুমদার।

● ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ - ড. মাইকেল দাস

● বিভাগীয় অধ্যাপক মন্ডলী ●

● বাংলা

১। ড. রঙ্কু দাস – বিভাগীয় প্রধান
২। ড. গোরাচাদ মন্ডল
৩। ড. স্বরূপ বোস
৪। শ্রীমতি নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত), এম. ফিল
৫। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল
৬। শূন্য
৬। শ্রী রজত বিশ্বাস (অতিথি অধ্যাপক)
৭। শ্রী তপন মণ্ডল ,,
৮। শ্রী কানাইদাস মণ্ডল ,,
৯। শ্রী প্রকাশ চন্দ্র মণ্ডল ,,

● ইংরেজি

১। ড. শুভজিৎ সেনগুপ্ত – বিভাগীয় প্রধান
২। শ্রীমতি মধুমিতা বড়ুয়া, এম. ফিল
৩। শ্রীমতি স্বাতী মিত্র, এম. ফিল
৪। শ্রীমতি রূপমালা সাহা, এম. ফিল
৫। শ্রী সম্রাট লস্কর
৬। শূন্য

● সংস্কৃত

১। ড. সুদীপ্ত প্রামাণিক – বিভাগীয় প্রধান
২। শ্রীমতি সঞ্চিতা কুন্ডু, এম. ফিল
৩। শ্রীমতি সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. ফিল
৪। শূন্য
৫। শ্রী সিরাজুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
৬। শ্রীমতি অনামিকা অধিকারী, এম. ফিল, (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
৭। শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা দাস ,,

● রাষ্ট্রবিজ্ঞান

১। শ্রী গণপতি ভট্টাচার্য, এম. ফিল – বিভাগীয় প্রধান
২। শ্রী মনোজ কুমার হালদার
৩। শ্রীমতি নবমিতা বর্মণ
৪। পূজা গুরুং

● অর্থনীতি

১। ড. অনুপম চক্রবর্তী – বিভাগীয় প্রধান
২। শ্রী জয়জিৎ ধর, এম. ফিল
৩। শ্রী পরাগ চন্দ্র
৪। শ্রী অরিন্দম জানা, এম. ফিল

● দর্শনশাস্ত্র

১। শ্রী উৎপল মন্ডল, এম. ফিল – বিভাগীয় প্রধান
২। ড. সঙ্কলিতা ঘোষ
৩। শ্রী প্রীতম ঘোষাল, এম. ফিল
৪। শ্রীমতি মিঠু সিংহ রায়, এম. ফিল
৫। শ্রীমতি ইরাণী শীল, এম. ফিল
৬। শ্রী তমোঘ্ন সরকার, এম. ফিল
৭। শ্রী নবকুমার নন্দী (অতিথি অধ্যাপক)
৮। শ্রী মৃণালকান্তি চক্রবর্তী ,,
৯। শ্রী অভীক বন্দ্যোপাধ্যায় ,,

● ইতিহাস

১। মহঃ শামীম ফিরদৌস – বিভাগীয় প্রধান
২। শ্রী বলরাম দাস
৩। শ্রী অঞ্জন সাহা
৪। শূন্য
৫। শূন্য
৬। শ্রীমতি স্বাগতা দে (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
৭। শ্রী স্বাধীন কুমার সাহা, এম. ফিল (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
৮। শ্রী রণজিৎ নন্দী, এম. ফিল ,,
৯। শ্রী তীর্থ সরকার ,,

● রাশিবিজ্ঞান

১। শ্রীমতি তনুশ্রী ব্যানার্জী – বিভাগীয় প্রধান

● গণিত

১। প্রফেসর পদ – শূন্য
২। ড. অমলেন্দু ঘোষ – বিভাগীয় প্রধান
৩। শ্রী গোবর্দ্ধন রাণো
৪। শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়
৫। শ্রী মণিশংকর মন্ডল
৬। শূন্য
৭। আলি আকবর সেখ (অতিথি অধ্যাপক)

● **রসায়ন**

১। ড. জীবনানন্দ জানা – বিভাগীয় প্রধান
২। ড. শ্যামাপদ শীট
৩। শ্রী দেবনাথ সাহা
৪। শ্রী অম্বিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৫। ড. তপতী মল্লিক
৬। ড. ধ্রুবপ্রসাদ চ্যাটার্জী
৭। ড. অজন্তা মুখার্জী
৮। শূন্য

● **পদার্থবিজ্ঞান**

১। প্রফেসর পদ – শূন্য
২। ড. সঞ্জিত কুমার দাস – বিভাগীয় প্রধান
৩। শ্রী নির্মল কুমার মাইতি, এম. ফিল
৪। ড. রামনারায়ণ দেব
৫। শ্রী অঞ্জন দাস
৬। শ্রী উজ্জ্বল দাস
৭। শ্রী বিশ্বজিৎ পাল
৮। ড. হিরন্ময় পাল, আংশিক সময়ের অধ্যাপক

● **উদ্ভিদবিজ্ঞান**

১। ড. অশোক ভট্টাচার্য – বিভাগীয় প্রধান
২। ড. তৃপ্তি রায়
৩। শ্রীমতি তুলিকা তালুকদার
৪। ড. শর্মিষ্ঠা মাইতি
৫। ড. পিন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। শ্রী অশোক ঘোষ
৭। ড. সৌমেন ভট্টাচার্য্য

● **প্রাণিবিজ্ঞান**

১। ড. দেবজ্যোতি চক্রবর্তী – বিভাগীয় প্রধান
২। ড. এনামুল হক
৩। শ্রীমতি অন্তরা কর
৪। ড. বাগুলি মৈত্র
৫। শ্রী সুজিত ভাওয়াল
৬। শ্রীমতি উর্মি মিত্র
৭। শূন্য
৮। ড. সুমনা মুখার্জী তরফদার, (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
৯। প্রফেসর (ড.) চিত্তরঞ্জন সাহু, অতিথি অধ্যাপক
১০। ড. কমলেশ মিত্র, অতিথি অধ্যাপক
১১। প্রফেসর (ড.) মধুসূদন ঘোষাল ,,

● **শারীরবিজ্ঞান**

১। ড. আশিস কুমার পণ্ডিত – বিভাগীয় প্রধান
২। ড. দীপক দাস
৩। শ্রী কুন্তল গুপ্ত
৪। শ্রী অচিন্ত্যমোহন গোস্বামী
৫। শূন্য
৬। শূন্য

● **ভূগোল**

১। প্রফেসর ডঃ জয়শ্রী রায়চৌধুরী – বিভাগীয় প্রধান
২। ড. অরিন্দম দাশগুপ্ত
৩। শ্রী বলাইচন্দ্র দাস
৪। শ্রীমতি ঋতুপর্ণা খাঁ
৫। শ্রী সুমন পাল
৬। শ্রী অয়ন দাশগুপ্ত
৭। ডঃ রাজশ্রী দাশগুপ্ত
৮। শ্রীমতি সুরধুনী ঘোষ
৯। তনুকা দে, এম.ফিল
১০। ডঃ হর্ষকুমার দাশগুপ্ত (অতিথি অধ্যাপক)
১১। ডঃ ভাস্কর সামন্ত (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
১২। শ্রী ইস্রাফিল ধাবক ,,
১৩। শ্রীমতি কৌস্তভী মৈত্র ,, এম.ফিল
১৪। শ্রীমতি পায়েল ভট্টাচার্য্য ,,

● **শারীরশিক্ষণ**

১। শ্রীমতি জয়ন্তী চক্রবর্তী – বিভাগীয় প্রধান
২। শূন্য

● **গ্রন্থাগার**

১। শ্রী সূর্য্যকুমার মণ্ডল – গ্রন্থাগারিক
২। শূন্য
৩। শূন্য

● **কার্যালয়ের কর্মিবৃন্দ**

১। হেডক্লার্ক – শূন্য
২। শ্রী দেবাশিস খাঁ – অ্যাকাউন্ট্যান্ট
৩। শ্রীমতি গৌরী বাগচী – ইউ.ডি.সি ও ভারপ্রাপ্ত হেডক্লার্ক
৪। শ্রী সুবোধ কুমার সরকার – অ্যাকাউন্ট্যান্ট
৫। ইউ.ডি.সি – শূন্য
৬। শ্রী কাজল সাহা – ক্যাশিয়ার
৭। শ্রী আশিস দে – এল. ডি. সি
৮। শ্রী দেবনাথ বোস – স্টোরকিপার

৯। শ্রী সর্বেন্দু পোড়ে – এল. ডি. সি
১০। শ্রী দেবব্রত মণ্ডল – এল. ডি. সি
১১। টাইপিস্ট – শূন্য
১২। শ্রী শিবনাথ চক্রবর্তী – ক্যাশ-সরকার

- **ছাত্রাবাস**

১। সুপারিন্টেন্ডেন্ট (পুরাতন ছাত্রাবাস) – শূন্য
২। শ্রী দেবাশিস খাঁ – সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট (পুরাতন ছাত্রাবাস)
৩। শ্রী আশিস দে - সুপারিন্টেন্ডেন্ট (নতুন ছাত্রাবাস)

- **কার্যালয়ের গ্রুপ-ডি কর্মিবৃন্দ.**

১। শ্রী সুকুমার হালদার
২। শ্রী বাসুদেব পাত্র
৩। শ্রী সুভাষ পাড়ুই
৪। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৫। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৬। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৭। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৮। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৯। গ্রুপ -ডি – শূন্য
১০। গ্রুপ -ডি – শূন্য
১১। গ্রুপ -ডি – শূন্য
১২। শ্রী নিতাই আচার্য – বেয়ারার (স্টাফরুম)
১৩। শ্রী সুরেন্দ্র মাহাতো – দারোয়ান (অফিস)
১৪। শ্রী তপন হাঁড়ি – সুইপার
১৫। শ্রী রবি জমাদার – সুইপার

● বিভিন্ন বিভাগের কর্মিবৃন্দ ●

- **রসায়ন বিভাগ**

১। শ্রী গোপাল মাঝি – কম্পাউন্ডার (গ্রুপ-সি)
২। শ্রী অতনু ঘোষ – গ্রুপ-ডি
৩। শ্রী সুকুমার দাস – গ্রুপ-ডি
৪। শ্রী শ্যামল ঘোষ – গ্রুপ-ডি
৫। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৬। গ্রুপ -ডি – শূন্য

- **পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ**

১। ইন্সট্রুমেন্টকিপার (গ্রুপ-সি) – শূন্য
২। মেকানিক (গ্রুপ-সি) – শূন্য
৩। শ্রী বিশ্বরূপ সাহা – গ্রুপ-ডি
৪। শ্রী কাশী কুমার দাস – গ্রুপ-ডি
৫। শ্রী স্বপন ব্যানার্জী – গ্রুপ-ডি
৬। গ্রুপ-ডি – শূন্য

- **উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ**

১। শ্রী ফটিক চন্দ্র পাল – গ্রুপ-ডি
২। শ্রী বিমল কুমার দাস – মালি
৩। স্কিল্ড বেয়ারার – শূন্য

- **প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ**

১। শ্রী দিলীপ কুমার বোস – গ্রুপ-ডি
২। শ্রী রামপ্রসাদ দত্ত – গ্রুপ-ডি
৩। গ্রুপ-ডি – শূন্য
৪। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৫। গ্রুপ -ডি – শূন্য
৬। শ্রী সীতারাম দাস – সুইপার

- **শারীরবিজ্ঞান বিভাগ**

১। শ্রী সমরেন্দ্র বসাক – ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রুপ-সি)
২। ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ড্যান্ট – শূন্য
৩। শ্রী বিজয় সর্দার – গ্রুপ-ডি
৪। শ্রী রণজিৎ সিংহ রায় – দারোয়ান

- **ভূগোল বিভাগ**

১। শ্রী নির্মলকুমার সাহা – গ্রুপ-ডি
২। শ্রী মধুসুদন দেবনাথ – গ্রুপ-ডি

- **বাংলা বিভাগ**

১। শ্রী মঙ্গল কর্মকার – গ্রুপ-ডি

- **গ্রন্থাগার বিভাগ**

১। শ্রী শক্তিপদ রায় – গ্রুপ-ডি
২। শ্রীমতি শ্রাবণী সেনগুপ্ত – গ্রুপ-ডি
৩। মোঃ নিজামউদ্দিন সেখ – গ্রুপ-ডি
৪। গ্রুপ -ডি – শূন্য

- **নৈশপ্রহরী**

১। শ্রী পতিতপাবন সরকার
২। শ্রী অজিতকুমার কীর্তনীয়া
৩। শ্রী সতীশ সর্দার

- **পুরাতন হিন্দু ছাত্রাবাস**

১। শ্রী কার্তিক চৌধুরী
২। শ্রী পশুপতি বিশ্বাস
৩। শ্রী পুলকেশ চন্দ্র রায়
৪। শ্রী বলরাম সরকার

- **নতুন হিন্দু ছাত্রাবাস**

১। শ্রী রামচন্দ্র রায়
২। শ্রী অভিজিৎ দাস
৩। শ্রী পরিমল তালুকদার
৪। শ্রী পরিমল দাস

ছাত্রসংসদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ছাত্রসংসদ গঠিত হয়। এই নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্তি স্বীকৃত হয় না। ছাত্রসংসদ প্রতি বৎসর কলেজ পত্রিকা প্রকাশ করে এবং দায়িত্বের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের কমনরুম, নানরকম খেলাধূলা ও বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে থাকে।

পাশাপাশি রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ, কলেজ প্রাঙ্গণের সবুজরক্ষা ও জঞ্জাল দূরীকরণসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

এছাড়া ছাত্রসংসদের উদ্যোগে নবীনবরণ, শিক্ষকদিবস পালন, পাঠচক্রের অন্তর্গত আবৃত্তি, সঙ্গীত, ক্যুইজ, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক ভাষণসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

ছাত্রসংসদ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ

- সভাপতি – ড. মাইকেল দাস (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
- সহ সভাপতি – সুরজিৎ হালদার
- উপ সহ সভাপতি – রাকেশ হালদার
- সাধারণ সম্পাদক – অরিন্দম মজুমদার
- সহ সাধারণ সম্পাদক – সংগ্রাম সেন
- পাঠচক্র সম্পাদক – অরূপ কুন্ডু
- সাংস্কৃতিক সম্পাদক – সরোজ হালদার
- কমনরুম সম্পাদক – অভিজিৎ দাস
- কমনরুম সম্পাদিকা – রিয়া মিত্র
- পত্রিকা সম্পাদিকা – রাখী দত্ত
- ক্রীড়া সম্পাদক – সৌরভ মুখার্জী

ড. মাইকেল দাস
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

ভর্তির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

১। অনার্স ও জেনারেল বিষয়ে ভর্তির জন্য পৃথক পৃথক ফর্মে আবেদন করতে হবে। ফর্মে ছবি লাগানোর প্রয়োজন নেই। মনোনীত প্রার্থীদের ভর্তির সময় ফর্মে ছবি লাগাতে হবে।

২। **Name of the Applicant (in block letters)** ঃ মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড মোতাবেক ইংরেজি বড় হরফে লিখতে হবে।

৩। **Category : Please Tick (✓)** ঃ তফশিলি সম্প্রদায় (SC), তফশিলি আদিবাসী (ST), প্রতিবন্ধিদের (PH) ক্ষেত্রে যথাস্থানে ✓ দিতে হবে ও সঙ্গে উপযুক্ত প্রমাণপত্রের জেরক্স কপিতে প্রার্থীকে পূর্ণ স্বাক্ষর করে জমা দিতে হবে। গেজেটেড অফিসার দিয়ে অ্যাটেস্ট করার প্রয়োজন নেই।

৪। Date of Birth ঃ মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার অ্যাডমিট/সার্টিফিকেট অনুযায়ী লিখতে হবে।

৫। Council / Board / University ঃ বি.এ. / বি.এসসি. কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিল অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার বোর্ডের নাম লিখতে হবে।

৬। Year of Passing (last qualifying Exam) ঃ বি.এ. / বি.এসসি. -এর ক্ষেত্রে শেষ যে পরীক্ষায় (উচ্চ মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ভুক্ত) উত্তীর্ণ হওয়ার বৎসর লিখতে হবে।

৭। Marks Aggregate in H.S. or Equivalent Exam ঃ উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষায় Best 5 Subjects - এর নম্বরকে Aggregate Marks ধরতে হবে এবং ৫০০-র মধ্যে শতকরা হার নির্ণয় করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিকে বাংলা বিষয় হিসাবে না থাকলে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে Alternative English নিতে হবে।

৯। কাউন্সেলিংয়ের তারিখ ও বিস্তারিত তথ্য তথ্যপুস্তিকা ২০১১-২০১২ অথবা লিফলেট ও মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে দেখে নিতে হবে।

ভর্তির সময় মেধা তালিকাভুক্ত প্রার্থীকে যে সমস্ত নিদর্শনপত্র (Document) সঙ্গে আনতে হবে।

১। উচ্চ মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার মূল (**Original**) মার্কশিট এবং তার প্রত্যয়িত জেরক্স কপি।

২। জন্মতারিখ জ্ঞাপক মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল (**Original**) অ্যাডমিড কার্ড এবং তার প্রত্যয়িত জেরক্স কপি।

৩। পাসপোর্ট সাইজ চারটি ফটোগ্রাফ (সাদা-কালো/কালার)।

৪। তফশিলি সম্প্রদায়, তফশিলি আদিবাসী, প্রতিবন্ধি ও খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল (**Original**) প্রমাণপত্র এবং তার প্রত্যয়িত জেরক্স কপি।

৫ পারিবারিক আয় সংক্রান্ত মূল (**Original**) শংসাপত্র এবং তার প্রত্যয়িত জেরক্স কপি।

৬। বিজ্ঞাপিত হার অনুযায়ী প্রদেয় বেতন- এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ৫নং পৃষ্ঠার লেনদেন অংশে দেওয়া আছে।

কাউন্সেলিংয়ের দিন চূড়ান্ত মেধাতালিকাভুক্ত আবেদনকারীকে সকাল ১০-০০টা থেকে ১০-৩০মিনিটের মধ্যে কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের গ্যালারিতে রিপোর্ট করতে হবে। অন্যথায় নাম মেধাতালিকা থেকে বাদ যেতে পারে।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য কলেজের ভর্তি সম্পর্কিত নোটিশ দেখতে হবে।

EXCERPTS FROM UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENANCE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

RAGGING MEANS THE FOLLOWING :

ANY DISORDERLY CONDUCT WHETHER BY WORDS SPOKEN OR WRITTEN OR BY AN ACT WHICH HAS THE EFFECT OF TEASING, TREATING OR HANDLING WITH RUDENESS ANY OTHER STUDENT, INDULGING IN ROWDY OR UNDISCIPLINED ACTIVITIES WHICH CAUSES OR IS LIKELY TO CAUSE ANNOYANCE, HARDSHIP OR PSYCHOLOGICAL HARM OR TO RAISE FEAR OR APPREHENSION THEREOF IN A FRESHER OR A JUNIOR STUDENT OR ASKING THE STUDENTS TO DO ANY ACT OR PERFORM SOMETHING WHICH SUCH STUDENT WILL NOT IN THE ORDINARY COURSE AND WHICH HAS THE EFFECT OF CAUSING OR GENERATING A SENSE OF SHAME OR EMBARRASSMENT SO AS TO ADVERSELY AFFECT THE PHYSIQUE OR PSYCHE OF A FRESHER OR A JUNIOR STUDENT.

PUNISHMENTS : AT THE INSTITUTION LEVEL :

DEPENDING UPON THE NATURE AND GRAVITY OF THE OFFENCE AS ESTABLISHED BY THE ANTI RAGGING COMMITTEE OF THE INSTITUTION, THE POSSIBLE PUNISHMENTS FOR THOSE FOUND GUILTY OF RAGGING AT THE INSTITUTION LEVEL SHALL BE ANY ONE OR ANY COMBINATION OF THE FOLLOWING :

- ***CANCELLATION OF ADMISSION***
- ***SUSPENSION FROM ATTENDING CLASSES***
- ***WITHHOLDING / WITHDRAWING SCHOLARSHIP/ FELLOWSHIP AND OTHER BENEFITS***
- ***DEBARRING FROM APPEARING IN ANY TEST/ EXAMINATION OR OTHER EVALUATION PROCESS***
- ***WITH HOLDING RESULTS***
- ***DEBARRING FROM REPRESENTING THE INSTITUTION IN ANY REGIONAL, NATIONAL OR INTERNATIONAL MEET, TOURNAMENT, YOUTH FESTIVAL, ETC,***
- ***SUSPENSION / EXPULSION FROM THE HOSTEL***
- ***RUSTICATION FROM THE INSTITUTION FOR PERIOD RAGGING FROM 1 TO 4 SEMESTERS***
- ***EXPULSION FROM THE INSTITUTION AND CONSEQUENT DEBARRING FROM ADMISSION TO ANY OTHER INSTITUTION***
- ***FINE OF RUPEES 25,000/-***

COLLECTIVE PUNISHMENT : WHEN THE PERSONS COMMITTING OR ABETTING THE CRIME OF RAGGING ARE NOT IDENTIFIED, THE INSTITUTION SHALL RESORT TO COLLECTIVE PUNISHMENT AS A DETERRENT TO ENSURE COMMUNITY PRESSURE ON THE POTENTIAL RAGGERS.

স্বনামধন্য কবি-নাট্যকার এবং এই কলেজের প্রাক্তনী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কলেজের নিজস্ব খেলার মাঠ

কলেজের মূল প্রবেশ পথ

পরীক্ষাগার - পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

বাংলা বিভাগ

কলেজের ক্যান্টিন

ছাত্রদের কমনরুম

ছাত্রসংসদ ভবন

পদার্থবিজ্ঞান ভবন

কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার

জীববিজ্ঞান ভবন

স্নাতকোত্তর ভূগোল বিভাগ

স্নাতকোত্তর দর্শন বিভাগ

রসায়ন বিভাগ